

UG. CC-8 ক্লাস নোটস, তথ্যের জন্য Class- G.G

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আলোচনা ১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক, বাংলার নবজাগরণের অন্যতম প্রধান পুরুষ। ১৮৩৮ সালের ২৭ জুন চব্বিশ পরগনা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম দিকে ছিলেন ব্রিটিশ উপনিবেশিক সরকারের একজন কর্মকর্তা, পরে হুগলির ডেপুটি কালেক্টর হন। ১৮৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের যে দুজন ছাত্র বিএ পাস করেন, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তাঁদের একজন। তিনি তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিম্ন নির্বাহী চাকরিতে (সাব-অর্ডিনেট এক্সিকিউটিভ সার্ভিস) যোগ দেন এবং পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে চাকরি করেন। উপনিবেশিক সরকারের কর্মকর্তা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ১৮৯১ সালে 'রায়বাহাদুর' এবং ১৮৯৪ সালে 'Companion of the Most Eminent Order of the Indian Empire' (CMEOIE) উপাধি প্রদান করে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পেশাগত জীবনে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তা তাঁর চিন্তা ও কর্মে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে ইতিহাসে তিনি সরকারি চাকরিজীবী হিসেবে নন, বরং একজন লেখক ও হিন্দু পুনরুত্থানবাদী চিন্তাবিদ হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখক হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পশ্চাতে চারটি স্বতন্ত্র ধারা ক্রিয়াশীল ছিল। প্রথমত উনিশ শতকের শুরুতে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীর আধুনিক চিন্তাধারার ফলে বাংলা গদ্যের বিকাশ; দ্বিতীয়ত সংবাদপত্র ও সাময়িকীর ক্রমবিকাশ; তৃতীয়ত নব্য হিন্দুত্ববাদের উত্থান এবং চতুর্থত কলকাতায় ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধিকারী বুদ্ধিজীবী ও বিত্তবান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র এই ধারার স্রষ্টা নন, বরং প্রচলিত ধারারই ফল। তিনি পূর্বসূরিদের সৃষ্ট ধারার সুযোগ-সুবিধা পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করেন এবং প্রগতির ধারাকে আরও অগ্রসর করে একটা স্বতন্ত্র রূপ দিতে অনন্য অবদান রাখেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু করেন। তাঁর প্রথম দিকের বাংলা ও ইংরেজি রচনা (ললিতা, মানস, **Adventures of a Young Hindu** এবং **Rajmohan's Wife**) পাঠক ও সাহিত্যমহলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি, বরং পরবর্তীকালে পেশাগত জীবনেই তাঁর সৃষ্টিশীল মননের বিকাশ ঘটে। মফস্বলে চাকরিরত থাকাকালে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন এবং বাংলার জনগণের বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করেন। জনগণের সঙ্গে সরাসরি সংসর্গ এবং তাদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া থেকে তিনি তাঁর উপন্যাসের চরিত্র গ্রহণ করেন। গভীরভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্য অধ্যয়নের ফলে তাঁর সাহিত্য প্রতিভা শাণিত হয়েছিল এবং এর প্রভাব লক্ষ করা যায় তাঁর উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণ ও কাহিনী বর্ণনায়।

চব্বিশ পরগনা জেলার বারুইপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকা অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রথম দুটি বিখ্যাত উপন্যাস **দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)** ও **কপালকুন্ডলা (১৮৬৬)** রচনা করেন। উপন্যাস দুটি দ্রুত প্রচার লাভ করে। পরবর্তীতে ১৮৮৭ সালের মধ্যে তাঁর অন্যান্য গদ্য রচনাসহ মোট চৌদ্দটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ১৮৮০ থেকে বঙ্কিমমনীষা রাজনীতি ও ধর্মের দিকে অগ্রসর হয়। কারণ সেসময় তিনি একজন পুনরুত্থানবাদী সংস্কারক হওয়ার চেষ্টা করেন। **আনন্দমঠ (১৮৮২)** সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি। পরবর্তীকালে তাঁর সব চিন্তা ধর্মীয় পুনরুত্থান ও জাতীয় নবজাগরণের কর্মকাণ্ডে আর্ভিত হয়। এ সময় থেকে বঙ্কিমচন্দ্রকে সৃষ্টিশীল চিন্তাবিদ ও লেখকের চেয়ে একজন দেশপ্রেমিক ও গর্বিত হিন্দু বলেই বেশি মনে হতো। তাঁর জীবন তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত হলেও তাঁর সৃষ্টিশীলতা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর প্রভাব ফেলেছে।।

আলোচনা: ২

বাংলা গদ্য ও উপন্যাসের বিকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। তার লেখালেখিতে হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের বিষয়টিও স্থান পেয়েছে।

গীতার ব্যাখ্যাদাতা ও সাহিত্য সমালোচক হিসেবেও ছিলেন খ্যাতিমান। বিখ্যাত এই ঔপন্যাসিকের প্রয়াণ দিবস আজ ১৮৯৪ সালের ৮ এপ্রিল তিনি প্রয়াত হন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ সালের ২৭ জুন পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নৈহাটি শহরের কাছাকাছি কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাদের আদি নিবাস ছিল হুগলি জেলার দেশমুখো গ্রামে। যাদবচন্দ্র ছিলেন সরকারি চাকরিজীবী।

শৈশব থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। পাঁচ বছর বয়সে পুরোহিত বিশ্বম্বর ভট্টাচার্যের কাছে তার পড়াশোনার হাতেখড়ি। আর গ্রামের পাঠশালার গুরুমশাই রামপ্রাণ সরকার ছিলেন গৃহশিক্ষক। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র গ্রামের পাঠশালায় যাননি কোনোদিন।

১৮৪৪ সালে বাবার কর্মস্থল সূত্রে মেদিনীপুরের ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন বঙ্কিমচন্দ্র। ইংরেজি মাধ্যমে কয়েক বছর পড়ার পর ১৮৪৯ সালে জন্মস্থান কাঁঠালপাড়ায় ফিরে আসেন বঙ্কিমচন্দ্র। সেখানে শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের কাছে বাংলা ও সংস্কৃতের পাঠ নেন। ওই বছরই হুগলি কলেজে ভর্তি হন তিনি।

১৮৫৩ সালে হুগলি কলেজে পড়ার সময় জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করে মাসিক আট টাকা বৃত্তি লাভ করেন তিনি। আর ১৮৫৬ সালে সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় সব বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে দুই বছরের জন্য ২০ টাকা বৃত্তি পান। তবে একই বছর তিনি হুগলি কলেজ ছেড়ে আইন পড়বার জন্য কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন বিভাগ থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

১৮৫৭ সালে জানুয়ারিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রসহ মোট ১০ জন এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পরীক্ষা দেয়। কিন্তু কেবলমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বসু উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

পড়াশোনা শেষে বাবার মতো তিনিও সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। ৩০ বছরের বেশি সময় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে চাকরি করেন তিনি। ১৮৯১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় ব্রিটিশ সরকার রায় বাহাদুর এবং ১৮৯৪ সালে কম্প্যানিয়ন অব দ্য মোস্ট এমিনেন্ট অর্ডার অব দ্য ইন্ডিয়ান এম্পায়ার খেতাবে ভূষিত করে তাকে।

১৯৪৯ সালে মাত্র ১১ বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বিয়ে করেন নারায়ণপুর গ্রামের ৫ বছর বয়সী মোহিনী দেবীকে। ১৮৫৯ সালে মোহিনী দেবীর মৃত্যু হয়। পরে ১৮৬০ সালের জুন মাসে হালিশহরের বিখ্যাত চৌধুরী বংশের কন্যা রাজলক্ষী দেবীকে বিয়ে করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অল্প বয়সেই লেখালেখি শুরু করেন। ১৫ বছর বয়সে তিনি দুটি ছোট কবিতা লিখেন। আর হুগলি কলেজে পড়ার সময় তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনার আদর্শে ‘সংবাদ প্রভাকর’ ও ‘সংবাদ সাধুরঞ্জন’-এ গদ্য, পদ্য লিখতেন। ১৮৫৩ সালে ‘সংবাদ প্রভাকর’ এ কবিতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন তিনি। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ২০ টাকা পুরস্কার পান। সমগ্র জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র ৪২ বছরের সাহিত্যসাধনা করেন। কমলাকান্ত ছদ্মনামেও লেখালেখি করেন তিনি।

ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে শেষজীবন পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল এই ৪২ বছর। ১৮৯৪ সালের মার্চ মাসে তিনি শেষ লেখা লেখেন। তার প্রকাশিত

গ্রন্থের সংখ্যা ৩৪টি।

ভালো আবৃত্তিকারও ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তবে লেখক ও হিন্দু পুনর্জাগরণের দার্শনিক হিসেবেই তিনি বেশি বিখ্যাত। তিনি বিখ্যাত বঙ্গদর্শন (১৮৭২-১৮৭৬) পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। এর মাধ্যমে একটি নতুন লেখকগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। তার লেখনিতে প্রাচীন ভারতের নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ফুটে ওঠে।

ইংরেজি ভাষায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। চাকরি জীবনে খুলনায় পোস্টিংয়ের সময় তিনি 'Rajmohan's Wife' নামে একটি ইংরেজি উপন্যাসও লিখেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস দিয়েই তার সাহিত্য জীবনের আরম্ভ। এই উপন্যাস দিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। বাঙালির রোমান্টিক সত্তার এক নতুন জাগরণ ঘটে তার উপন্যাসে। তার তিনটি উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মুনালিনী' তারই উকৃষ্ট প্রমাণ।

পরে বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রকাশনা ও সম্পাদনার মাধ্যমে তার নতুন পরিচয় ও মেথার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। এই মাসিক পত্রিকায় তিনি পরপর 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'চন্দ্রশেখর' ইত্যাদি উপন্যাসের সঙ্গে নানা বিষয়ে নানা প্রবন্ধ লিখতে থাকেন।

বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা করেছিল। পত্রিকাটির সম্পাদক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান হলো প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্যের বিকাশ ও বিস্তার। দুবছর বন্ধ থাকার পর তার ভাই সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' আবার বের হয়। 'রাধারাণী', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এ সময়ের লেখা।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সব উপন্যাসই ইংরেজি, জার্মান, হিন্দি, কানাড়া, তেলেগু প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। তার উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ হয়েছে মঞ্চে, হয়েছে চলচ্চিত্র। ভাষা ও উপন্যাসের কাঠামো তৈরির বিষয়ে তিনি ছিলেন পথদর্শক। রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, সামাজিক ও শিক্ষামূলক উন্নতির সব রকম প্রয়াসে অবিরাম লেখে গেছেন তিনি। ঐতিহাসিক, রোমান্টিক, পারিবারিক- এই তিন ধারায় উতসারিত বঙ্কিমচন্দ্রের অ্যাখ্যানগুলি সমসাময়িক ও পরবর্তী সাহিত্য ও জীবনের ওপর অপরিণীম প্রভাব বিস্তার করেছে।

তার লেখা প্রবন্ধগুলো হলো কমলাকান্তের দপ্তর, লোকরহস্য, কৃষ্ণচরিত্র, বিজ্ঞানরহস্য, বিবিধ সমালোচনা, প্রবন্ধ-পুস্তক, সাম্য ও বিবিধ প্রবন্ধ (১ম খণ্ড : ১৮৮৭, ২য় খণ্ড : ১৮৯২)।

এছাড়া তার অন্যান্য কাজগুলো হলো ললিতা, ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন, সহজ রচনা শিক্ষা, শ্রীমদ্ভগবদগীতা ও কবিতাপুস্তক। সম্পাদনা করেছেন দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী, বাঙ্গলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান ও সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী।

শেষ জীবনে তার স্বাস্থ্য তেমন ভাল ছিল না। ১৮৯৪ সালের মার্চ মাসে তার বহুমূত্র রোগ বেশ বেড়ে যায়। এই রোগেই অবশেষে ওই বছরের ৮ এপ্রিল মারা যান তিনি।

তথ্য

উপন্যাস

- রাজমোহনের স্ত্রী (১৮৬৪) (
- দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)
- কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬) (দামোদর মুখোপাধ্যায় রচিত দ্বিতীয় ভাগ:
- মৃগালিনী (১৮৬৯) (•
- বিষবৃক্ষ (১৮৭৩) (
- ইন্দিরা (১৮৭৩) (
- যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪) (
- চন্দ্রশেখর (১৮৭৫) •
- রাধারাগী (১৮৭৭)
- রজনী (১৮৭৭) (
- কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮) •
- রাজসিংহ (১৮৮২)
- আনন্দমঠ (১৮৮২) •
- দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) (•
- সীতারাম (১৮৮৭) (•
- বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গ্রন্থাবলী:
 - প্রথম ভাগ ,
 - দ্বিতীয় ভাগ ,
 - তৃতীয় ভাগ

রম্যরচনা

- লোকরহস্য
 - প্রথম সংস্করণ (১৮৭৪) - •
 - বঙ্কিম-শতবার্ষিকী সংস্করণ (১৯৩৯) •
- কমলাকান্ত (১৮৮৫) (
- কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫) (
- মুচিরাম গুডের জীবন-চরিত (১৮৮৪) (

প্রবন্ধ

- বিজ্ঞানরহস্য (১৮৭৫)
- বিবিধ সমালোচন (১৮৭৬) (

- প্রবন্ধ পুস্তক (
- বিবিধ (
- বিবিধ প্রবন্ধ— প্রথম ভাগ (১৮৮৭) (
- বিবিধ প্রবন্ধ— দ্বিতীয় ভাগ (১৮৯২)
- সামা (১৮৭৯)
- বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (নবম ভাগ) (১৮৮০) •
- কৃষ্ণচরিত্র (১৮৯২) •
- ধর্মতত্ত্ব (১৮৮৮) (
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১৯০২) (
- দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম
- লোকরহস্য (১৮৭৪)

জীবনীসাহিত্য

- "রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা" •
- "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব" (
- "বাল্লালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র"
- "সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী"

অগ্রহীত রচনা

- | | | |
|---|---|------------------------|
| • " <u>নূতন গ্রন্থের সমালোচনা</u> " | • " <u>সর্ উইলিয়াম গ্রে ও সর্ জর্জ কাম্বেল</u> " | • " <u>পলাশি</u> " |
| • " <u>Three Years in Europe</u> " | • " <u>বঙ্গে দেবপূজা</u> " | • " <u>বঙ্গদর্শন</u> " |
| • " <u>প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন (১)</u> " | • " <u>কল্পতরু</u> " | • " <u>বঙ্গদর্শন</u> " |
| • " <u>দুর্গা</u> " | • " <u>ব্রহ্মসংহার</u> " | • " <u>সূচনা</u> " |
| • " <u>জন স্টুয়ার্ট মিল</u> " | • " <u>প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন (২)</u> " | • " <u>আদি ত্র</u> " |
| • " <u>মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত</u> " | • " <u>জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক মত</u> " | • " <u>লর্ড রি</u> " |
| • " <u>জাতিবৈর</u> " | • " <u>কৃষ্ণচরিত্র</u> " | • " <u>আগামী</u> " |
| • " <u>মানস বিকাশ</u> " | • " <u>ঋতুবর্ণন</u> " | • " <u>মাসিক</u> " |

কাব্য-কবিতা [দুর্গোৎসব

- ললিতা তথা মানস(
- কবিতাপুস্তক (১৮৭৮) (

বঙ্কিমচর্চা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "বঙ্কিমচন্দ্র" (আধুনিক সাহিত্য)

- "কৃষ্ণচরিত্র" (আধুনিক সাহিত্য)
- "রাজসিংহ" (আধুনিক সাহিত্য)

প্র : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম তারিখ কত?

উ : ২৬শে জুন, ১৮৩৮ (১৩ই আষাঢ়, ১২৪৫)।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : কাঁঠালপাড়া গ্রাম, চকিংশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : ঔপন্যাসিক ও বাঙালির নবজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত।

প্র : তিনি প্রথম কোন পত্রিকায় কবিতা লিখে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন?

উ : সম্বাদ প্রভাকরে।

প্র : তাঁর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

উ : ললিতা তথা মানস (১৮৫৬)।

প্র : তাঁর রচিত প্রথম বাংলা উপন্যাসের নাম কী?

উ : দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস।

প্র : তাঁর রচিত দ্বিতীয় উপন্যাসের নাম কী?

উ : কপালকুন্ডলা (১৮৬৬)।

প্র : 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ'।-এই সংলাপ সম্পর্কে কী বলা হয়?

উ : কপালকুন্ডলার এই সংলাপকে বলা হয় বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোম্যান্টিক সংলাপ।

প্র : এই উপন্যাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য বাক্য কি?

উ : 'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?'

প্র : দ্বাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের রাজনৈতিক পটভূমিকায় তাঁর রচিত উপন্যাসের নাম কি?

উ : মৃগালিনী (১৮৬৯)।

প্র : সামাজিক সমস্যার আলোকে তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর নাম কী?

উ : বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ মূলক উপন্যাস কোনটি?

উ : রজনী (১৮৭৭)।

প্র : তাঁর রচিত কোন উপন্যাসে হিন্দুর বাহুবল ও বীরত্ব রূপায়িত হয়েছে?

উ : রাজসিংহ (১৮৮২), আনন্দমঠ (১৮৮২)।

প্র : তাঁর রচিত নিষ্কাম ধর্মের ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয় কোন উপন্যাসে?

উ : দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪), সীতারাম (১৮৮৭)।

প্র : বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয় কাকে?

উ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাংলা উপন্যাসকে জনক বলা হয় কেন?

উ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাংলা উপন্যাসকে জনক বলার কারণ হলো, বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম পাদাত্যরীতি অবলম্বন করে একটি পরিপূর্ণ আখ্যান রচনা করেন। উপন্যাস একটি পাদাত্য শিল্প-ধারণা। এখানে একটি ক. প্লট থাকবে; খ. আখ্যানবস্তুর দেশকালগত অবস্থান ও পরিবর্তন দেখা যাবে; গ. চরিত্রের গঠন ও বিবর্তন, পরিণতি ও পরিব্যক্তি থাকবে; ঘ. সময় ও স্থানের ঐক্য থাকবে। এই বিচারে বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আগে কেউ সর্বাঙ্গ সার্থক উপন্যাস লিখতে পারেন নি। ‘ফুলমণি ও করুণার বিবরণ’ ও ‘আলারের ঘরের দুলাল’ উপন্যাস-যাচাইয়ের মাপকাঠিতে সর্বাঙ্গ সার্থক নয়। ‘দুর্গেশনন্দিনী’ (১৮৬৫) রচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস রচনার স্বাক্ষর রাখেন। এরপর তিনি সে ধারাকে বেগবান করেন এবং একের পর এক সার্থক উপন্যাস রচনা করে চলেন বলে বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয়।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের এঁই উপন্যাস বলে কোনগুলোকে?

উ : আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪), সীতারাম (১৮৮৭)।

প্র : ‘কপালকুন্ডলা’ উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : ‘কপালকুন্ডলা’ (১৮৬৬) বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস। এতে নিগূঢ় ভাবসঙ্গতির জন্য ‘রোমান্স’ বলা যায়। অরণ্যে এক কাপালিক-পালিতা নারী কপালকুন্ডলাকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে। সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে অপরিচিতা এই নারীর নবকুমারের সঙ্গে বিয়ে এবং কপালকুন্ডলার সমাজবন্ধনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব এই কাহিনির মূল ঘটনা। কপালকুন্ডলার মধ্যে যে রহস্য সেই রহস্য উদঘাটনই উপন্যাসের প্রধান বিষয়। কাহিনিতে একদিকে আছে সম্রাট জাহাঙ্গিরের সময়কার আগ্রার নগর ও স্থাপত্য এবং অন্যদিকে অরণ্য ও সমুদ্র। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও রহস্যময়তা, কপালকুন্ডলার চরিত্র, কাহিনির দ্র্যাজিক পরিণতি এই তিনটি কারণে উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম স্মরণীয় রচনা। বঙ্কিমের জীবৎকালেই এই উপন্যাসের আটটি সংস্করণ হয়। অনেকের মতে এটি বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র : কপালকুন্ডলা, নবকুমার, কাপালিক ইত্যাদি। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই উপন্যাসের একটি নাট্যরূপ দেন (১৮৭৩) এবং দামোদর মুখোপাধ্যায় এই উপন্যাসের একটি উপসংহার উপন্যাস রচনা করেন এবং নামকরণ করেন ‘মৃন্ময়ী’ (১৮৭৪)।

প্র : ‘মৃগালিনী’ উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : ‘মৃগালিনী’ (১৮৬৯) ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাংলাদেশ ও তুর্কি আক্রমণ এর ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত। মগধের রাজপুত্র হেমচন্দ্রের সঙ্গে মৃগালিনীর প্রণয় এবং দেশরক্ষার জন্য হেমচন্দ্রের সংকল্প ও ব্যর্থতার সঙ্গে এক রহস্যময়ী নারী মনোরমার কাহিনি এ উপন্যাসের মূল কথাবস্তু। বঙ্কিমের দেশাত্মবোধ এবং ইতিহাস জিজ্ঞাসার প্রথম প্রকাশ এই উপন্যাসে। ঐতিহাসিক ঘটনার অন্তরালে হেমচন্দ্র-মৃগালিনী এই পশুপতি-মনোরমার প্রেমকাহিনি এই উপন্যাসে প্রধান হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের উপনাদান নিয়ে এখানে জীবনকে মুখ্য করা হয়েছে।

প্র : ‘বিষবৃক্ষ’ শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কেন?

উ : 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত সামাজিক উপন্যাস। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সমস্যার সঙ্গে বিধবা বিবাহ, পুরুষের একাধিক বিবাহ তার রূপতৃষ্ণা ও নৈতিকতার দ্বন্দ্ব, নারীর আত্মসম্মান ও অধিকারবোধ প্রভৃতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বাংলা উপন্যাসে বিষবৃক্ষের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। চরিত্রায়নে ঘটনা সংস্থানে এবং জীবনের কঠিন সমস্যার রূপায়ণে 'বিষবৃক্ষ' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের আগে আর কোন লেখক এ জাতীয় বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনার চেষ্টা পর্যন্ত করেন নি। বাল্যবিধবা কুন্দনন্দিনী প্রেম ও কামনার বিকাশকে তৎকালীন সমাজ যে প্রশয় দেয় নি, এ উপন্যাস তার প্রমাণ। লেখকও মনে করেছেন, কুন্দর কাহিনি পাঠ করার ফলে ঘরে ঘরে অমৃত ফলবে অর্থাৎ এ ধরনের প্রণয়াকান্ড রহিত হবে। বঙ্কিমচন্দ্র কী চেয়েছেন সেটি মুখ্য নয়। 'বিষবৃক্ষে' তিনি সমস্যার যে যথার্থ রূপায়ণ করতে পেরেছেন এটাই আসল। 'বিষবৃক্ষ' আজও বাংলা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলোর একটি।

প্র : 'ইন্দিরা' গল্প না উপন্যাস?

উ : 'ইন্দিরা' (১৮৭৩) ছোট উপন্যাস (নভেলা), অনেকে বলেন বড়ো গল্প। ১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত এবং 'উপকথা' (১৮৭৭) গ্রন্থে সংকলিত। ১৮৯৩ সালে পুনর্লিখিত এবং পরিবর্ধিত হয়। এই কাহিনিটি উত্তমপুরুষের বয়ানে রচিত। কৌতুক-পরিহাসপূর্ণ উপভোগ্য কাহিনি 'ইন্দিরা'। অনেকের মতে, বঙ্কিমচন্দ্রের কালে শিল্পমাধ্যম হিসেবে ছোটগল্পের অস্তিত্ব ছিলো না বলে তিনি একটি গল্পের বিষয়কে উপন্যাসে রূপ দিতে গিয়েছেন। তাঁদের মতে, 'ইন্দিরা' বাংলা ছোটগল্পের ইঙ্গিত, সূচনার বার্তাবহ।

প্র : 'যুগলাঙ্গুরীয়' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪) ছোট আখ্যান। কেউ বলে থাকেন নভেলা বা ছোট উপন্যাস, কেউ বলেন বড় গল্প। বঙ্কিম একে বলেছেন উপকথা। প্রাচীন পটভূমিকায় একটি প্রেম কাহিনি। পটভূমিকায় একটি প্রেম কাহিনি। ছোটগল্প শিল্পমাধ্যমটি ওইকালে থাকলে 'যুগলাঙ্গুরীয়' একটি গল্প হতে পারত। 'ইন্দিরা'র পর এই আখ্যানে বঙ্কিমচন্দ্র আবার একই ফর্মচর্চা করেন।

প্র : 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) প্রথমে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয় এবং সেই প্রেমের করুণ পরিণতি এই উপন্যাসের প্রধান কাহিনি। প্রেম, দাম্পত্য আদর্শ, সমাজের শাসন, সতীত্ব ইত্যাদি এই কাহিনিতে বিশেষভাবে সমস্যায়িত হয়েছে। এই উপন্যাসের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ বঙ্কিমের নীতি ও প্রথানুগত্য। কেননা, লেখক এখানে 'তবে যাও প্রতাপ, স্বর্গধামে' বলে নায়ককে পরলোকের পথ দেখিয়েছেন। উপন্যাসটির পটভূমি ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং মির কাসিমের সঙ্গে ইংরেজদের সংগ্রাম। ইতিহাসাশ্রয়ী ঘটনা রসঙ্গে গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনির রূপায়ণ ঘটেছে বলে মির কাসিম-দলনি বেগমের সঙ্গে চন্দ্রশেখর-প্রতাপ-শৈবলিনীর আখ্যান রচিত হয়েছে এই উপন্যাসে।

প্র : 'রজনী' কী প্রকৃত উপন্যাস?

উ : 'রজনী' (১৮৭৭) উপন্যাসের নায়িকা রজনীর সঙ্গে লর্ড লিটন প্রণীত 'দি লাষ্ট ডেজ অফ পম্পেই' নামক উপন্যাসের নিডিয়া চরিত্রের কিছুটা ঐক্য আছে। বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর জবানবন্দিতে এই উপন্যাস রচিত। এই রীতিটিও যে বঙ্কিম ইংরেজ ঔপন্যাসিক কার্লিনস অনুসরণে করেছেন তা তিনি ভূমিকায় জানিয়েছেন। বাংলা উপন্যাস গড়ে তুলবার জন্য এভাবেই পাভাত্যের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের

অধিকাংশ উপন্যাসের মতোই এখানেও প্রেম ও আদর্শের সংঘাতই কাহিনির মূল উপজীব্য। ‘রজনী’কে প্রকৃত উপন্যাস না বলে রোমান্স বলা হয়ে থাকে। কারণ এখানে বেশ কল্পদৃশ্যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

প্র : ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ কী?

উ : ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ (১৮৭৮) বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং সমকালে বিতর্কিত উপন্যাস। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিষবা নারী রোহিনীকে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই শিল্পবোধ ও নৈতিক আদর্শের দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়েন। উপন্যাসিকের জীবদ্দশায় এই গ্রন্থের চারটি সংস্করণ হয়। প্রধান চরিত্র : রোহিনী, গােবিন্দলার, ভ্রমর।

প্র : ‘সীতারাম’ উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : ‘সীতারাম’ (১৮৮৭) বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশেষ উপন্যাস। সীতারাম একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। উপন্যাসে ঐতিহাসিক কিছু ঘটনাও আছে। মূলত এটি এক ব্যক্তির পারিবারিক জীবনের এবং আদর্শের ট্র্যাজেডি। বঙ্কিমের ধর্মচিন্তা এই উপন্যাসের গঠনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তবে চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্য এবং কাহিনির বর্ণনা কুশলতায় বঙ্কিমের প্রতিভার ছাপ স্পষ্ট। তাঁর ‘আনন্দমঠ’, ‘দেবী চৌধুরাণী’ ও ‘সীতারাম’কে ‘ত্রয়ী’ উপন্যাস বলা হয়।

প্র : ‘আনন্দমঠ’ গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ছায়া অবলম্বনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে ১৮৮২ সালে। উপন্যাসটিতে প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়েছে স্বদেশভক্তি, স্বজাতি ও স্বধর্মপ্ৰীতি। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশ বলতে বঙ্গভূমিকে, আর ধর্ম বলতে হিন্দু ধর্মকে বুঝিয়েছেন। বন্দে আতরম্ গান দ্বারা বুঝিয়েছেন ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের দীক্ষা। উল্লেখ্য যে এটি কোন ঐতিহাসিক উপন্যাস নয় এর ঘটনা কল্পিত কিন্তু অবিশ্বাস্য নয়। চরিত্রগুলি আদর্শায়িত। মন্বন্তরের বর্ণনা নিখুঁত, সাধারণ গ্রামীণ জীবনের আখ্যান বাস্তব। সর্বোপরি প্রেম এবং আদর্শের দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসের কাহিনিকে নিবিড়তা দিয়েছে। কিন্তু এই উপমহাদেশের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এ উপন্যাসের মূল্য াসামান্য। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত এই গ্রন্থের ‘বন্দে মাতরম্’ গানটির ভূমিকা যেমন ঐতিহাসিক, তেমনি ঐতিহাসিক এই উপন্যাসের প্রভাব। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত *The Abbey of Bliss (1907)* এবং শ্রী অরবিন্দ *Ananda Math (1910)* নামে উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ করেন। এটি মূলত বাস্তবানুগ রোমান্সধর্মী উপন্যাস। এই গ্রন্থের রচিত গানের ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনি পরবর্তীকালে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকারীদের অত্যন্ত প্রিয় ও উদ্দীপক স্লোগান হিসেবে গৃহীত হয়। এই গ্রন্থ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় স্বসম্প্রদায়প্ৰীতি লক্ষ করা যায়।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বিবিধ প্রবন্ধ’র পরিচয় দাও।

উ : ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ (১ম খন্ড ১৮৮৭, ২য় খন্ড ১৮৯২) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত প্রবন্ধাবলি। প্রথম খন্ডের বিষয়বস্তু মূলত সাহিত্যকেন্দ্রিক। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রবন্ধগুলির ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। দ্বিতীয় খন্ডে ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধগুলোতেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ রচনার নির্দিষ্ট পথে বাংলা প্রবন্ধের গুরুত্বপূর্ণ পথ সূচনা করেছেন। ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ (১৮৯৫) নামে ভূদেব মুখোপাধ্যায়েরও একটি প্রবন্ধ সংকলন আছে।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের কোন গ্রন্থে গদ্যকবিতার বৈশিষ্ট্য আছে বলে মনে করা হয়?

উ : 'গদ্যপদ্য বা কবিতাপুস্তক' (১৮৯১)। ১৭৭৮-এ প্রকাশিত 'কবিতাপুস্তক' নামক পদ্যসঙ্গ্রহের সঙ্গে কয়েকটি গদ্যরচনা যুক্ত করে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অনেকের মতে এই গ্রন্থের কোনো কোনো গদ্যরচনায় গদ্য কবিতার পূর্বাভাস লক্ষ করা যায়। সে বিবেচনায় এই গ্রন্থটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

প্র : 'সাম্য' গ্রন্থটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উ : 'সাম্য' (১৮৭৯) গদ্যগ্রন্থ। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'সাম্য' বিষয়ক তিনটি এবং 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের কিছু অংশ নিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ইউরোপীয় সাম্যবচিন্তার ধারার ইতিহাস এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ ও অর্থনৈতিক প্রগতিশীল চিন্তা প্রকাশিত। তবে পরবর্তী জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণ করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের আগে বাংলা ভাষায় সাম্যবাদী চিন্তার এ ধরনের গ্রন্থ প্রকাশ হতে দেখা যায় না। এই ঐতিহাসিক কারণেও 'সাম্য' গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলোতে সমাজে সাম্যপ্রতিষ্ঠা কামনা এবং কৃষকদের দুঃখের কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক শোষণকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্র : 'কমলাকান্তের দপ্তর' কোন ধরনের গ্রন্থ?

উ : 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বিভিন্ন মেজাজের লঘু চণ্ডে লেখা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। কমলাকান্ত নামক এক চরিত্রের জবানবিত্তে প্রবন্ধগুলি লিখিত। ফলে এদের মধ্যে একটি ক্ষীণ আখ্যানগত এবং চরিত্রগত ঐক্য আছে। কমলাকান্ত নামক আফিমখোর, খ্যাপাটে কিন্তু চিন্তাশীল ও কবিপ্রতিভাসম্পন্ন চরিত্রটি বঙ্কিমের অনন্য সৃষ্টি। মনে করা হয়, কমলাকান্ত বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই। কমলাকান্ত আফিম খেলেই বিদ্যাদৃষ্টি ফিরে পায়। তার কবিত্ব, দেশপ্রেম, দার্শনিকতা, ব্যঙ্গ ও বিদ্রোহপশক্তি সমস্তই একাধারে এই গ্রন্থে ঘনীভূত। প্রসন্ন গোয়ালিনী কমলাকান্তের অনুষ্ঙ্গী চরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র যে কত মহৎ গদ্যশিল্পী এ গ্রন্থে তা বোঝা যায়। তৎসম শব্দের স্থাপত্যধর্মী স্বভাব পরিত্যাগ করে কএ গ্রন্থে তিনি পেলব গদ্যশৈলী নির্মাণ করেছেন অনেকের মতে, কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

✓ ছোট প্রশ্ন উত্তর।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম রচিত উপন্যাসের নাম কী?

উ : রাজমোহনস ওয়াইফ ইংরেজিতে লেখা। প্রকাশ : ১৯৩৫।

প্র : তিনি কী হিসেবে খ্যাত?

উ : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের সমন্বয় সাধনকারী হিসেবে।

প্র : তিনি বাংলা ভাষার সমালোচনায় কোন ধারার প্রথ প্রদর্শক?

উ : তুলনামূলক সমালোচনা ধারার।

প্র : তিনি কী কী বিষয়ের উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করেছেন?

উ : ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ভাষা, সমাজ ইত্যাদি।

প্র : তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলোর নাম কী?

উ : লোকরহস্য (১৮৭৪), কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫), বিবিধ সমালোচনা (১৮৭৬), ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন (১৮৮৮) ইত্যাদি।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কোন গ্রন্থটি বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নেন?

উ : সাম্য (১৮৭৯)।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের ছদ্মনাম কী?

উ : কমলাকান্ত।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম কীর্তি কী?

উ : বঙ্গদর্শন (১৮৭২) পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রকে বাদ দিয়ে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার চারজন বিশিষ্ট লেখকের নাম লেখ।

উ : বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রথম প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবধারার মিলন ঘটিয়েছিলেন। তিনি ছাড়া এই পত্রিকার বিশিষ্ট

চারজন লেখক হলেন-সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

প্র : বাংলা ভাষায় ভ্রমণ সাহিত্যের প্রথম রচয়িতা কে? ভ্রমণ কাহিনিটির নাম কি?

উ : বাংলা ভাষায় ভ্রমণ সাহিত্যের প্রথম রচয়িতা বঙ্কিমভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'পালামো'

(১৮৮০)। ছোটোনাগপুরের বিশেষ অঞ্চলের ভ্রমণকাহিনি।

প্র : 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কে ছিলেন? পত্রিকাটি কত সালে প্রকাশিত হয়?

উ : 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকাটি ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের পরে কে বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করেছিলেন?

উ : বঙ্কিমচন্দ্রের পরে বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করেছিলেন তাঁর অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ কোন্ ইউরোপীয় দার্শনিকের মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

উ : বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম জীবনে ইউরোপীয় দার্শনিক কোঁতের চিন্তাধারার সমর্থক ছিলেন। এছাড়াও রুশো, বেস্থাম ও মিলের

সামাজিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

প্র : কমলাকান্তের দপ্তর কোন্ বিদেশি লেখকের কোন্ গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

উ : বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর ইংরেজ সাহিত্য ও সমালোচক ডি-কুইনসির **confession of an English**

Opium Eater-এর প্রেরণায় রচিত।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ রচনার মূলে কী উদ্দেশ্য ছিল?

উ : বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করে বাঙালি জাতিকে চিন্তা ও মননশীলতায় দীক্ষিত করতে

চেয়েছিলেন। বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা ও স্বদেশিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ও সচেতন করাও তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের চারটি ইতিহাস আশ্রয়ী রোমান্সধর্মী উপন্যাসের নাম লেখ।

উ : দুর্গেশনন্দিনী কপালকুন্ডলা, চন্দ্রশেখর ও রাজসিংহ।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস কোনটি?

উ : বঙ্কিমচন্দ্রের খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রাজসিংহ।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি তত্ত্বমূলক উপন্যাসের নাম লেখ।

উ : বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি তত্ত্বমূলক উপন্যাস : আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণী।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি সামাজিক উপন্যাসের নাম লেখ।

উ : বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি সামাজিক উপন্যাসের নাম বিষুবক্ষ' (১৮৭৩) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮)।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী উপন্যাসটি কোন্ ইংরেজি উপন্যাসের ছায়া অবলম্বনে রচিত?

উ : বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী উপন্যাসটি ইংরেজি উপন্যাসিক লিটন রচিত The last Days of Pompeii অবলম্বনে রচিত।

প্র : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রথম গ্রাজুয়েট কে?

উ : বঙ্কিমচন্দ্রে চট্টোপাধ্যায়।

প্র : বাংলা উপন্যাস রচনায় তাঁর প্রধান কৃতিত্ব কী?

উ : শিল্পসম্মত সার্থক উপন্যাস।

প্র : তিনি সাহিত্যের রসবোধীদের কাছ থেকে কী আখ্যা লাভ করেন?

উ : সাহিত্যসম্রাট।

প্র : তিনি হিন্দু ধর্মনুরাগীদের কাছ থেকে কী আখ্যা লাভ করেন?

উ : ঋষি।

প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪ (২৬শে চৈত্র, ১৩০০) রবিবার।